ভারত বিরোধিতা করে লাভ কি?

-বিপ্লব

কুদ্দুসদা এবং জনাব জিয়াউদ্দিন জানালেন বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতা (বিরোধীতা নয় প্লীজ) চালিয়ে যাওয়া উচিত। দুটো গাল পাড়লে মনের রাগ কিছুটা কমে সেটা ঠিক। কিন্তু তাতে কি বাংলাদেশের কিছু উপকার হবে?

কুদ্দুসদার জবাবেঃ

কুদ্দুসদার বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে পদ্মা শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভারত যখন কিছু করবে না, তখন বাংলাদেশের বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। এই ব্যাপারটাতে আমার দুটো জায়গায় ভীষন আপত্তি আছে।

(১) বিরোধিতা করে ভারতে থেকে বেশী জল পাওয়ার কোন আশা নেই। রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথা আমি আগেই বলেছি। বিহার, উত্তরপ্রদেশে নিজের সেচের জল রুদ্ধ করে, ফারাক্কায় যথেস্ট জল পাঠাবে, তা আকাশকুসুম কল্পনা(Bhasin, 1996:350-51, 359, 361-63, 389; N. Islam, 1992: 211) । আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্য জল নিয়ে আসতে মারামারি করতেন ["This augmentation is essentially necessary to meet the growing demand for 'rabi' irrigation in the districts of Murashidabad, Nadia and twenty-four Pargana and parts of Barchua and Hooghly districts"] কর্নাটক, কাবেরী নদীর জল তামিলনাডুকে দিতে চাইছে না। সেই নিয়েই দাঙ্গা। এতো অন্য দেশ।

বাংলাদেশ ইউ এন, মুসলীম জোটবদ্ধদেশগুলি (OIC),   বিশ্বব্যাঙ্ক, কমনওয়েলথ সর্বত্র এই ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে অভিযোগ করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হল শুখামরসুমে ফারাক্কাতে জলই পৌঁছচ্ছে না। উত্তরপ্রদেশ বিহার নিয়ে নিচ্ছে।

এই জনবহুল দেশে কি আন্তর্জাতিক জলচুক্তি মানা সম্ভব?

আমি আন্তর্জাতিক জলচুক্তির খসরা তুলে দিচ্ছিঃ

(i) the equitable utilisation of water resources, (ii) the prevention of significant harm to other states through actions regarding international watercourses, (iii) an obligation to notify and inform all other riparian states of intended actions regarding the common waterway, (iv) an obligation to share non-sensitive waterway data, (v) the organisation of co-operational management of the waterways, and (vi) an obligation to resolve issues of dispute peacefully (Gleick, 1993: 106-109; Gleick, 1992: 139; Gleick, 1998: 210-230).

এটা কিভাবে মানা সম্ভব? গঙ্গা থেকে জল টানা হয় পাম্প বসিয়ে পাইপ দিয়ে! এরকম হাজার হাজার পাম্প কাজ করছে, সবটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এগুলো জলচুক্তি দিয়ে আটকানো সম্ভব নয়। আর তাই গত পঞ্চাশ বছর ধরে গ্রীষ্মে পদ্মার

জল কম থাকছে-হাজার বিরোধিতার পরেও।

(২) ভারত বিরোধিতা ক্রমশ সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার রূপ নেবে এবং নিচ্ছে!

সমাধান কি? ভারত কি করতে পারে?

ইসরায়েল মরুভূমি, কিন্তু সেখানে সেচের জলের অভাব হয় না। ক্যালিফোর্নিয়াও প্রায় মরুভূমি, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া চাষাবাদে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ। বাংলাদেশে গড়ে বার্ষিক ২০০ সেন্টিমিটার বৃস্টি হওয়া সত্বেও (যা ক্যালিফোর্নিয়ার ছয়গুন), সোনারবাংলা শুকিয়ে যাচ্ছে!
অর্থাৎ বাংলাদেশে বর্ষার জল ধরে রাখা এবং রিসাইক্লিং এর ব্যবস্থা নাই।

এরজন্য বাংলাদেশে অনেক ড্যাম, নদীহ্রদ এবং আশ্বক্ষুরাকৃতিহ্রদ তৈরী করতে হবে। নদীগুলির সংস্কার করতে হবে।

এই সব কাজের টাকা ভারত বাংলাদেশকে ক্ষতিপূরন হিসাবে দিতে পারে। বাংলাদেশের অনতিবিলম্বে, এই ধরনের প্ল্যান নেওয়া উচিত এবং ভারতের কাছে দাবী জানানো উচিত, বাংলাদেশকে বাঁচানোর দায়িত্ব হিসাবে ভারতকেই এই নদীসংস্কার এবং হ্রদ খননকার্যের টাকা দিতে হবে। আমার মনে হয় না, এতে ভারতের কোন আপত্তি থাকবে। পাশাপাশি বাংলাদেশেরও লাভ অনেকঃ

- বন্যা নিয়ন্ত্রন সহজ হবে
- আর্সেনিক কমবে
- ভারতের ওপর নির্ভরতা কমবে

বিরোধিতা হোক, কিন্তু তা যেন হয় গঠনমূলক।

সেটা না করে প্রতিশোধ হিসাবে দশলাখ জঙ্গী পাঠালেতো যুদ্ধ লেগে যাবে! আমরা সবাই রাজনীতির ক্রীড়ানক হয়ে যাবো।

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদের বিকাশঃ

আভ্যন্তরীন এবং বহির্পুঁজি এই দুয়ের বিকাশ না হলে, এই ঘনবসতি পূর্ণ এলাকার ভবিষ্যত শুন্য। একটা ছোট্ট তথ্য বোঝা যাকঃ

<u>এক একর (তিন বিঘা) জমিতে</u>

- ধানে লাভ হয় তিন হাজার টাকা
- পাটে গড়ে লাভ হয় সাত হাজার টাকা
- কলা বা সবজিতে লাভ হয় বারো হাজার টাকা
- একটা কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়তে পারলে লাভ (তিন মাসে) প্রায় দুই থেকে চার

লাখটাকা (যেমন রেশম শিল্প), রফতানিতে লাভ হয় আরো বেশী

- ভারী ধাতব ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বসাতে পারলে লাভ হবে (তিন মাসে), প্রায় পাঁচ -দশ লাখ টাকা
- সফটওয়ার এবং বিপিওতে কোটি কোটি টাকা (কতালা বিলডিং তার ওপর নির্ভর করবে।)

মাত্র ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল এলাকায় চোদ্দকোটি লোকের শিল্প ছারা ভবিষ্যত নেই। থাকতে পারে না। এটা বোঝার জন্য ওপরের তথ্যই যথেষ্ট।

সমস্যা হচ্ছে বাঙালী বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে। ছোটবেলা থেকে মাথায় ঢোকাচ্ছে ব্যবসা করে চোরে রা। সৎ লোকেরা পেশে কলম। ভাঙা ডান্ডার চায়ের কাপে , লেলিনবাদী বিপ্লবের তুফান তোলে। ইসলামিক কিম্বা হিন্দু সমাজতন্ত্র নামক এক হাঁসজারু রাজনৈতিক সিস্টেমের তপশ্বী হচ্ছে বজ্জাজ বুদ্ধিজীবি! সেটা কি বুঝতে হলে আমাদের জিয়াউদ্দিন সাহেবকে প্রশ্ন করুন! উনার লেখা পড়ে বুঝলাম বাঙালী বুদ্ধিজীবির সংজ্ঞা হচ্ছে দারিদ্য, বঞ্চনা, পুঁজিবাদ নিপাত যাক ইত্যাদি বলে শুন্যে মুষ্টি আস্ফালন বা সাম্যবাদ শব্দযোগে ক্রন্দন!

ফলে যদিও বা কেও ছোট খাট পুঁজি লাগিয়ে কিছু করতে যায়, তার পেছনে লাগবে তোলাবাজ, পুলিশ, পার্টি এবং শ্রমিক ইউনিয়ন। সামন্ত্রতন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরোনের শর্তই হচ্ছে স্থানীয় সামন্ত্রতান্ত্রিক উদবৃত্ত অর্থের পুঁজিতে রূপান্তর। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সেটা হচ্ছে না। বিলগেটস ঢাকায় ঘুরলেই, বাংলাদেশে বা পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি আসবে না।

উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোর পরিবর্তন ছারা সামাজিক পরিবর্তন আসে না। এটাই মার্ক্সবাদের শিক্ষা এবং এর ব্যতিক্রম ইতিহাসে খুব কম হয়েছে। বাইরের পুঁজির পাশাপাশি, ক্ষুদ্রশিল্পের ওপর জোর দিতে হবে। ৫-৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে যেসব রপ্তানীমূলক এবং নব্য শিল্প সম্ভব, তার বিকাশ দরকার আগে। এগুলি স্থানীয় পুঁজি দিয়েই সম্ভব এবং শিক্ষিত বেকারদের কাজে লাগিয়ে করতে হবেঃ

- বোটলিং প্লান্ট (বোতলের পানীয় জল): ৬-১০ লাখ
- প্লাস্টিক মোলডিং :৩-২০ লাখ
- খাদ্য প্রকরনের প্লাস্টিক মোলডিং (খাবার-দাবারের জন্য বিশেষ প্লাস্টিক প্লেট):২০-৪০ লাখ
- স্টীল, উডেন এবং প্লাস্টিক ফার্নিচার :১০-৩০ লাখ
- পাটের ফ্যাশন ব্যাগঃ ১০-২০ লাখ
- দুগ্ধজাত দ্রব্য (মাখন এবং দই)ঃ ১৫-২৫ লাখ
- টর্চ, ইলেকট্রিক ল্যাম্প, টেবল ল্যাম্পঃ ১২-২২লাখ
- খেলনা দ্রব্য :৩-৩০লাখ
- ইলেকট্রনিক্স ঘরি, স্টেবিলাইজার, ব্যালাস্ট :৩০-৪০ লাখ
- ইলেকট্রিক পাম্প :২০-৩০ লাখ

- সোলার প্যানেল এবং ব্যাটারী সিস্টেম (৮-১০লাখ)

আমি আরো একশো লিস্ট দিতে পারি। সফটওয়ার, বিপিও এবং বায়োটেকের যে বিশাল ভবিষ্যত হাতছানি দিচ্ছে, সেই ডাকে সারা না নিয়ে গঙ্গার জলের রাজনীতি করলে, দেশে ইসলামিক জঙ্গীরা নন্দীভৃংগীর নৃত্য করবে। বেকারত্ব আর পেটের জ্বালায় লোকে বাংলাদেশে ইসলামিক জঙ্গী হচ্ছে, ভারতে হচ্ছে মাওবাদী। যাদের আমরা পেছনে ফেলেছি, তারাতো পেছনে টানবেই। মুখে বলবো সমাজতন্ত্র, গাইবো উই শ্যাল ওভার কাম, আর বাড়ীতে এসে আমার তৃতীয় চাকরটিকে অর্ডার করবো, হরি চা দিয়ে যা, এই বাঙালী ধাপ্পাবাজি অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না।

বাংলাদেশে ইসলামিক জঙ্গীদের তান্ডব এবং পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের বিস্তার, বাঙালী মধ্যবিত্তর দ্বিচারিতার ফসল। এক পা মার্ক্সবাদের নামে লেলিনবাদে, আরেক পা ধার্মিক সামন্ততন্ত্রে রাখলে, সেই তরী ডুববে এবং ডুবছেও।

পুঁজিবাদের প্রতি বাঙালীর অস্পৃশ্যতা কাটাতে হবে। এখুনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কাটিয়েছেন, বাকীরাও যত সত্ত্বর বুঝবেন, বাঙালীর ততই মঙ্গল।

ক্যালিফোর্নিয়া
১২/৭/০৫